PTD
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

ডিজিটাল বাংলাদেশ
Digital Bangladesh

ডাক অধিদপ্তরের সাফল্য ২০০৯-২০২৩

ডাক অধিদপ্তর

www.bdpost.gov.bd

পরিচিতি ও ইতিহাস :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন ডাক অধিদপ্তর একটি ঐতিহ্যবাহী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যা সুদীর্ঘ সময় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষকে ডাক সেবা প্রদান করে আসছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপমহাদেশে প্রথম ডাক সেবা চালু করা হয় ১৭৭৪ সালে। ব্রিটিশ ভারতে প্রথম ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। স্থায়ীভাবে প্রথম ডাক টিকেট চালু করা হয় সিন্ধুতে ১৮৫২ সালে। ১৮৭৮ সালে ঢাকায় সদর দপ্তর করে ইস্ট বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতে আসাম-বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে ঢাকার সদরঘাটে স্থাপিত হয় প্রথম জিপিও। ১৯৫০ সালে ঢাকার সদরঘাট থেকে গুলিস্তান জিরো পয়েন্টে জিপিও স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৬২ সালে অপারেশনাল কার্যক্রমের লক্ষ্যে তিনতলা ভিত্তির উপর বর্তমান জিপিও ভবন নির্মাণ করা হয়।

১৯৭১ সালের ৬ মে যশোরের শার্শা উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম কাশিপুরে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট (৮টি ডাকটিকিটের ১টি সেট) প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর সেবাই আদর্শ শ্লোগানে ডাক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে ১১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী শহীদ/নিখোঁজ হন। ডাক বিভাগের ৪৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৭তম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব ডাক সংস্থা Universal Postal Union (UPU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ডাক বিভাগের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য পৃথক প্রকৌশল শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ০৩ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে তিনি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন।

ডাকসেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে ডাক অধিদপ্তরের। ডাক অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত। সুবিস্তৃত এ নেটওয়ার্কের কারণে ডাক অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসগুলো জনগণের খুব কাছাকাছি। তাই ডাক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডাকসেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

দপ্তর সৃষ্টির উদ্দেশ্য :

“সেবাই আদর্শ” লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ নবযাত্রা শুরু করে। ডাক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় স্বল্প ব্যয়ে পৌঁছানোই ডাক অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব ও আন্তরিক দিক নির্দেশনার ফলে ডাক অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার “ডিজিটাল বাংলাদেশ” তথা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের প্রয়াসে সরকারের অন্যান্য অনেক সংস্থার মতো ডাক অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ডাক অধিদপ্তর তার সেবাদান প্রক্রিয়াকে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর করার মাধ্যমে জনগণকে সেবাদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর।

ডাক প্রশাসন :

ডাক বিভাগের কেন্দ্রীয় প্রশাসন

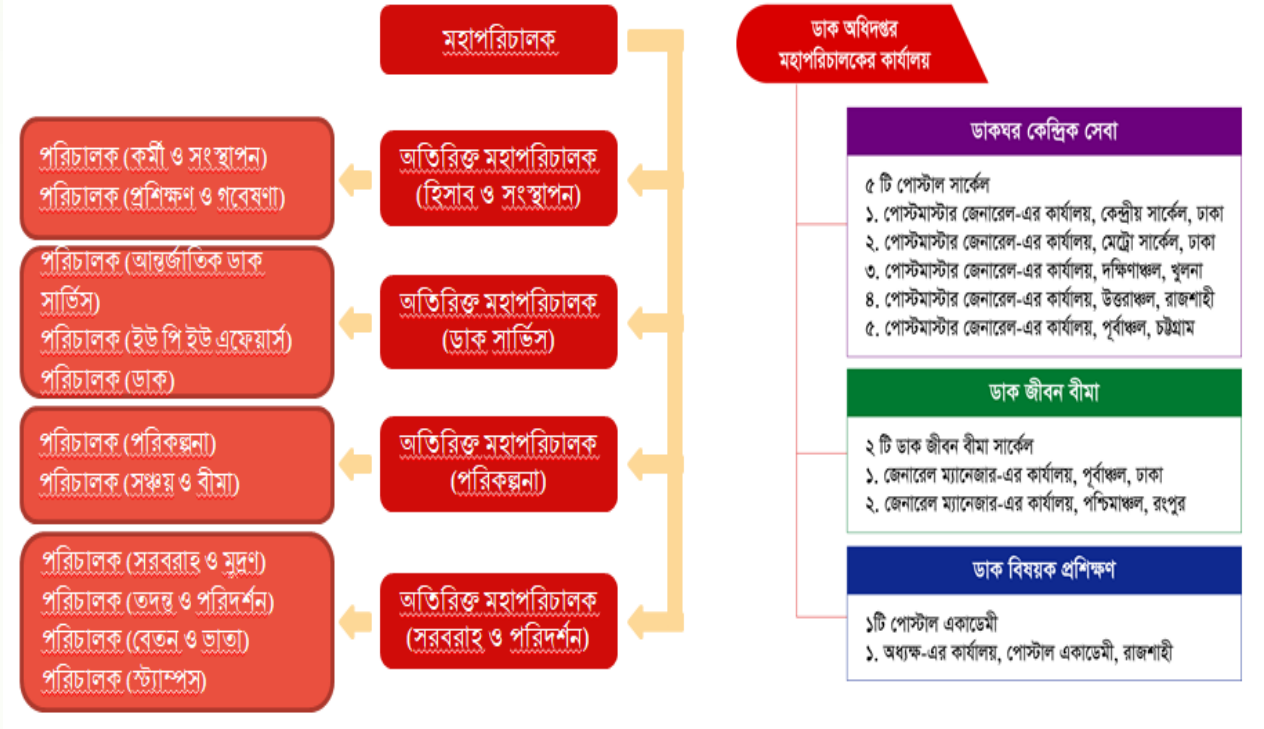

ডাক সেবার মাঠ প্রশাসন

অবস্থান ও যোগাযোগ :

ডাক অধিদপ্তর, ডাক ভবন, শেরে-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

রূপকল্প (Vision):

সাশ্রয়ী, সর্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য ডাক সেবা নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের ডাক সেবা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ :

- গ্রাহক-উপযোগী পণ্য ও সেবা প্রদান এবং স্বল্পসুবিধাযুক্ত এলাকাগুলোতে ডাকসেবার বিস্তার ও উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন ও গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা অপসারণে সহায়তা দানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা; সমগ্র দেশে ডাকঘরগুলোকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে, যাতে তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানো যায়;
- প্রথাগত ডাক সেবার পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ডাক সেবার প্রবর্তন; ডাক সেবার বাণিজ্যিকীকরণ; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সেবাসমূহের প্রবর্তন; ডাক পরিবহন, সংগ্রহ ও বিতরণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের আওতায় আনয়ন; উন্নত মানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং জিরো টলারেন্স পলিসি প্রবর্তন; উন্নততর ডাক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে গুরুত্ব প্রদান; প্রতিটি গ্রামীণ ডাকঘরে কমপক্ষে একজন করে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; ডাক সেবার আধুনিকায়ন, আইসিটিভিত্তিক ডাক সেবার সম্প্রসারণ ও সেবা বহুমুখীকরণ; কোন ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থিক নমনীয়তাসহ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক নেটওয়ার্কগুলোর সমন্বয়।

দপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

ক) মৌলিক কার্যাবলী; খ) এজেন্সী কার্যাবলী এবং গ) ডিজিটাল সেবাসমূহ।

ডাক অধিদপ্তরের সেবাসমূহ :

- **চিঠি, পার্সেল, ই-কমার্স**
  - সাধারণ: সার্বজনীন ডাকসেবা ও সাশ্রয়ী মাশুলে প্রদেয়;
  - রেজিস্ট্রি: দায়বদ্ধ ডাকসেবা এবং অবস্থান ও বিলি তথ্য অনুসন্ধানের সুবিধা;
  - জিইপি: দ্রুত ডাকসেবা ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ
  - পার্সেল: ভারী পণ্যের ডাকসেবা ও হোম ডেলিভারি;
  - ব্লাইন্ড লিটারেচার: বিনা মাশুলে প্রদেয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পঠন সামগ্রী পরিবহনের বিশেষ সুবিধা

■ ভ্যালু পেয়েবল: দেশের যে কোন প্রান্তের ক্রেতার নিকট বাণিজ্যিক পণ্য বিলি ও পণ্যমূল্য আদায়,

■ ইনস্যুরড: ডাক দ্রব্যের বীমা করার সুবিধা ও ডাকদ্রব্য খোয়া গেলে ক্ষতিপূরণ:

■ হোম ডেলিভারি: চাহিদা মোতাবেক বাড়ির ঠিকানায় ডাকদ্রব্য বিলির সুবিধা:

■ উইন্ডো ডেলিভারি: চাহিদা মোতাবেক ডাকঘরে এসে ডাকদ্রব্য বিলি নেবার সুবিধা।

❖ **ডাকঘরে প্রাপ্ত আর্থিক সেবা**

■ সঞ্চয় ব্যাংক:

■ ডাক জীবন বীমা;

■ সঞ্চয়পত্র;

■ মানি অর্ডার;

■ মানি অর্ডার (মোবাইল মানি অর্ডার- Electronic Money Transfer Service-EMTS / আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার- International Electronic Money Order_IEMO)

■ পোস্টাল অর্ডার;

■ প্রাইজবন্ড;

■ নগদ-ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন;

■ পোস্টাল ক্যাশ কার্ড;

■ রাজস্ব স্ট্যাম্পস, এক্সাইজ স্ট্যাম্পস, ননজুডিসিয়াল স্ট্যাম্পস, নন-পোস্টাল স্ট্যাম্পস, স্ট্যাম্পের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, বিড়ি ব্যান্ডরোল ইত্যাদি।

❖ **বিশেষ চাহিদায় বিশেষায়িত ডাকসেবা**

■ লেটার বক্স: ডাকঘরে না গিয়েও হাতের কাছেই ২৪ ঘন্টাব্যাপী চিঠিপত্র প্রেরণের সুবিধা:

■ পোস্ট কোড; জনবসতিকে দ্রুততর ও দক্ষ বিলিসেবা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত ভৌগলিক সীমারেখাকে একটি নির্ধারিত নম্বর দ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হয়ে থাকে;

■ অ্যাকনলেজড ডেলিভারি (এডি); প্রাপকের নিকট হতে ডাকদ্রব্য বিলির সত্যায়ন সংগ্রহপূর্বক প্রেরককে অবহিতকরণ;

■ ফিলাটেলি: বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটসহ স্মারক ডাকদ্রব্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র;

■ পোস্ট বক্স: স্বীয় ঠিকানার গোপনীয়তা বজায় রেখে ডাকঘরে সংরক্ষিত বিকল্প ঠিকানায় ডাকদ্রব্য বিলি গ্রহণ;

■ বিটম্যাপ: পোস্টম্যানের সহজগম্যতা ও দ্রুতগম্যতার জনবসতির প্রতিটি ঠিকানার মানচিত্র

■ মোবাইল পোস্ট অফিস: নাগরিকদের দোরগোড়ায় সকল ডাকসুবিধা সম্বলিত ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর;

■ পোস্ট রেস্ট্যান্ট: ঠিকানাবিহীন মানুষের কাছে পত্র ও পণ্য প্রেরণের জন্য ডাকঘরের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ঠিকানা সুবিধা।

■ সারাদেশে ৯,৯৭৪টি ডাকঘর, ১৮,০০০টি কাউন্টার রয়েছে; প্রতিবছর এগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৫ কোটি ডাক দ্রব্য বিলি হয়। ১৭৮টি দেশের সঙ্গে বিমানযোগে ডাক ব্যবস্থা এবং ১৮১টি দেশে সমুদ্রপথে ডাক ব্যবস্থা রয়েছে। ডাক অধিদপ্তরের ডাক বাছাই কেন্দ্র-২৫টি, প্রতিদিন সারাদেশে প্রায় ৭৫,০০০ কিলোমিটার

ডাক পরিবহন হয়। প্রতিটি ডাকঘর গড়ে ১৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সেবা প্রদান করে। সারাদেশে প্রায় ১০,০০০ পোস্টম্যান রয়েছে এবং ডাকঘর প্রতি গড়ে ১৫,০০০ মানুষের ঠিকানা রয়েছে।

ডাকঘরের সংখ্যা :

দেশব্যাপী এ গ্রেড, বি গ্রেড, উপজেলা, বিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস, অবিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস ও অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের সংখ্যা : ৯৯৭৪টি।

ডাক অধিদপ্তরের জনবল :

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অবিভাগীয় কর্মচারীর তথ্য নিম্নরূপ : বিভাগীয় অনুমোদিত ১৬৯৩২টি পদের বিপরীতে কর্মরত আছে ৯৬৫৯ জন এবং অবিভাগীয় ২৩,০২১ জন।

২০০৯ সালের পর থেকে ডাক বিভাগের অবিভাগীয় কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধিঃ

বৎসর	ইডিএসপিএম	ইডিএ	ইডিডিএ	ইডিএমসি	অন্যান্য কর্মচারী	বৃদ্ধির আদেশের স্মারক নং ও তারিখ	মন্তব্য
২০১০	১৩২০.০০	১০১০.০০	৯৯০.০০	৯৫০.০০	৯১০.০০	অম/অবি/(প্রবিধি-২)/সম্মানী-৪/৯৫ (অংশ)/৫৪৬; তাং-১৮-৭-১০ পিটি/শাখা-৭/এম-৭/৯৭(অংশ-১)-৩১৬; তাং-২২.৭.১০	৩৪% বৃদ্ধি এবং ২১.৪.১০ খ্রিঃ থেকে কার্যকর
২০১৩	১৬৫০.০০	১২৬০.০০	১২৩০.০০	১১৮০.০০	১১৩০.০০	০৭.০০.০০০০.৯৭২.৩২.০১৯.১৩.১৮৬ তাং-১-৮-১৩ ও ১৪.০০৭.০১৮.০১.০০.০০৪.২০১০-২৫৮ তাং-১২.৮.২০১৩	২৫% বৃদ্ধি এবং ১২.৮.১৩ খ্রিঃ থেকে কার্যকর
২০১৬	৩৩০০.০০	২৫২০.০০	২৪৬০.০০	২৩৬০.০০	২২৬০.০০	০৭.০০.০০০০.১৭২.৩২.০১৮.১৩.১৭১ তাং-৩-৮-১৬ ও ১৪.০০৭.০১৮.০১.০০.০০৪.২০১০-২৩২ তাং-২১.৮.২০১৬	১০০% বৃদ্ধি এবং ২১.৮.১৬ খ্রিঃ থেকে কার্যকর
২০১৮	৫৮৪১.০০	৪৪৬০.০০	৪৩৫৪.০০	৪১৭৭.০০	৪০০০.০০	অর্থ মন্ত্রণালয়রে স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩২.০১৮.৩৩৩ তারিখ: ২৫/১১/২০১৮ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়রে স্মারক নং-১৪.০০.০০০০.০০৭.১৮.০০২.১৮.২৫৮; তারিখঃ ২৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ।	৭৭% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জনবল নিয়োগের তথ্যচিত্র:

ক) ১ম ও ২য় শ্রেণি:

২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত ১০৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রাদন করা হয়েছে।

খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি :

নিয়োগের সাল	ছাড়পত্রকৃত পদের সংখ্যা	পুরণকৃত পদের সংখ্যা
২০২৩	২২৫৫	১৪২৬ (নিয়োগ চলমান)

অভ্যন্তরিণ বিশেষ জনপ্রিয় ডাক সেবা:

ডাকযোগে ভূমি সেবা : ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের নাগরিকদের সকল ধরনের ভূমি সংক্রান্ত সেবা সনাতনী পদ্ধতির পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করে যাচ্ছে। ডাকযোগে ভূমি সেবা শুরুর পর থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভূমি মালিকদের নিকট ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশের সকল ভূমি মালিকগণের হালনাগাদ খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহের নিমিত্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদনের ধারাবাহিকতায় নাগরিকদের বর্তমান আবাস ঠিকানায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ডাকযোগে পাসপোর্ট সেবা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি: তারিখে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করায় "ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর", ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, স্মারক নং:৫৮.০১.০০০০.১০১.৯৯.০৪৭.২০১৮-২৫৫ তারিখ ০২/০২/২০২০খ্রি: মর্মানুযায়ী "ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স" উত্তরা-দিয়াবাড়ী হতে ই-পাসপোর্ট "ডাক অধিদপ্তর", আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, গ্রহণ, পরিবহন এবং বিতরণ করে আসছে। এছাড়াও খুলনা বিভাগের আওতাধীন যশোর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অবস্থিত "ই-পাসপোর্ট পার্সোলাইজেশন সেন্টার" হতে মুদ্রিত ই-পাসপোর্ট গ্রহণ, পরিবহন ও বিতরণ কাজ ডাক অধিদপ্তর করে আসছে।

ডাকযোগে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা : ডাক অধিদপ্তর নির্বাচন কমিশনের অধীন "আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং এক্সেস টু সার্ভিসেস (IDEA) প্রকল্প (২য় পর্যায়)" প্রকল্পের পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, প্রধানন্ত্রীর ত্রান ভান্ডার, পুরাতন এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা হতে মুদ্রিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে মুদ্রিত লেমিনেটেড স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেশের অভ্যন্তরে নির্ধারিত থানা, উপজেলা নির্বাচন অফিস সমুহে পৌঁছে দিয়ে আসছে।

ডাকযোগে স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স সেবা : স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাকযোগে গ্রাহকের হাতে পৌঁছানের নিমিত্ত ডাক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি'র মধ্যে ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ ও বিলির কাজ দেশব্যাপী চলমান রয়েছে। সেবাটি ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

স্থির চিত্র: ডাকযোগে স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স সেবা প্রদানের নিমিত্ত বিআরটিএ ও ডাক অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মুহূর্ত।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ডাক অধিদপ্তরের কাজের স্বীকৃতি/পুরস্কার অর্জন:

১। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) এর কংগ্রেসের নির্বাচনে বাংলাদেশের জয়লাভঃ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর ডাক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) -এর ১৪৭তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইউপিইউ এর সর্বোচ্চ অঙ্গ হচ্ছে কংগ্রেস। Postal Operations Council (POC) এবং Council of Administration (CA) ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের অপর দুটি অঙ্গ। ১৯৭৩ সালে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১১টি কংগ্রেসে বাংলাদেশ ৬ (ছয়) বার ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের অঙ্গ POC এবং ৭ (সাত) বার CA এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে CA এর নির্বাচিত সদস্য। বাংলাদেশ ২০০৯ সালের পর দুইবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দুইবার-ই CA এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

গত ০৯.০৮.২০২১ খ্রি: হতে ২৭.০৮.২০২১ খ্রি: পর্যন্ত কোত দিভোয়ার-এর আবিদজান-এ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের ২৭তম কংগ্রেস (সর্বশেষ) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কংগ্রেসে বাংলাদেশ POC এবং CA এর সদস্যপদের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলো। উক্ত নির্বাচনে ৪ নম্বর গ্রুপ (সাউদার্ন এশিয়া ও ওশেনিয়া) থেকে বাংলাদেশ CA এর সদস্যপদে ইরান (ইসলামিক রিপাবলিক), ইরাক এবং ফিজিকে পরাজিত করে ১৩ টি দেশের মধ্যে ৪র্থ সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত (১২৯ ভোট) হয়ে জয়লাভ করে যা কংগ্রেসে বাংলাদেশের ইতিহাসে দৃষ্টান্তপূর্ণ।

স্থিরচিত্রঃ আইভরি কোস্টের আবিদজানে অনুষ্ঠিত ২৭তম কংগ্রেসে ডাক অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন বক্তব্য প্রদান করছেন।

২। ৫০তম আন্তর্জাতিক পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মেয়ে নুবায়শা ইসলামের বিশ্বজয়ঃ

প্রতিবছরের ন্যায় ২০২১ সালেও জাতীয় পর্যায়ে পত্রলিখন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডাক অধিদপ্তর। জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী একজন প্রতিযোগীর পত্র ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) কর্তৃক আয়োজিত ৫০তম আন্তর্জাতিক পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়। ৫০তম আন্তর্জাতিক পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় মিলিয়নোর্ধ্ব প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের সিলেটের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী Ms. Nubaysha Islam প্রথম স্থান অর্জন করে। ডাক অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রোডাকশন করে ইউপিইউ'তে পাঠালে সেটি উক্ত কংগ্রেসের ক্লোজিং সিরিমনিতে দেখানো হয়। বিশ্বমহলে এটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।বিশ্ব ডাক দিবস ৯ অক্টোবর ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে Ms. Nubaysha Islam সহ জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেয়া হয়।

Ms. Nubaysha Islam এ বছর জাতীয় পর্যায়ের পত্রলিখন প্রতিযোগিতায়ও প্রথম স্থান অধিকার করেছিলো। ইউপিইউ Ms. Nubaysha Islam কে সার্টিফিকেট ও গোল্ড মেডেল পুরস্কার হিসেবে বাংলাদেশ পোস্টের কাছে পাঠায়। পরবর্তীতে সিলেটে এক আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে Ms. Nubaysha Islam কে সার্টিফিকেট ও গোল্ড মেডেল তুলে দেয়া হয়। ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক ইউপিইউ তে প্রেরিত Ms. Nubaysha Islam এর পত্রলিখন সংক্রান্ত ভিডিও লিংক নিম্নরুপঃ

https://www.youtube.com/watch?v=ijyMncnyjSQ

স্থিরচিত্রঃ ৫০তম পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকারী Ms. Nubaysha Islam কে পুরস্কার হিসেবে ল্যাপটপ তুলে দিচ্ছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

৩। বাংলাদেশ পোস্ট এর ইএমএস কাস্টমার সার্ভিস এওয়ার্ড ২০২২ লাভঃ

বাংলাদেশ পোস্ট প্রথমবারের মতো ইউপিইউ কর্তৃক এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ইএমএস) এর কাস্টমার সার্ভিস এওয়ার্ড ২০২২ লাভ করে। ইউপিইউ ইএমএস এর কাস্টমার সার্ভিস রেসপন্স কোয়ালিটির উপর ভিত্তি করে প্রতি বছর এই এওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০২২ সালে কাস্টমার সার্ভিস রেসপন্স কোয়ালিটি'তে ৯৫% নম্বর পেয়ে গোল্ড ক্যাটাগরিতে এই এওয়ার্ড লাভ করে।

স্থিরচিত্রঃ ইএমএস কাস্টমার সার্ভিস এওয়ার্ড ২০২২ এর সার্টিফিকেট হাতে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়।

৪। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) এর ডাটা কমপ্লায়েন্সে ১ম বারের মতো তৃতীয় স্থান অর্জনঃ

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ফেব্রুয়ারি/২০২৩ মাসে আন্তর্জাতিক ডাক আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারসমূহে (ips.post, cds.post) ডাটা আদান-প্রদানে ৯৬.৪৯% কমপ্লায়েন্স মেইনটেইন করে ১ম বারের মতো ১৮৯ টি দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

Compliance dashboard - February 2023

Operator: **BDA Bangladesh**

overall compliance 96.49% rank: 3 / 189

EDI indicators:

common features 100% rank: 1 / 187	PREDES 99.04% rank: 50 / 181	PRECON 100% rank: 1 / 175	CARDIT 99.38% rank: 36 / 147
EMSEVT 99.88% rank: 28 / 186	RESDES 100% rank: 1 / 182	RESCON 100% rank: 1 / 177	ITMATT 98.75% rank: 30 / 172

Other indicators:

own IMPC 100% rank: 1 / 195	msg upgrade 99.71% rank: 173 / 204	1st flight quality 86.36% rank: 48 / 171	EMSEVT unique events 99.15% rank: 82 / 186	ITMATT: sender address 98.75% rank: 30 / 158
partner IMPC 100% rank: 1 / 191	EDI connectivity 99.02% rank: 79 / 195	ongoing flight quality 89.9% rank: 16 / 154	EMA-EMC mismatch 98.85% rank: 148 / 176	ITMATT: dest address 64.51% rank: 24 / 168
			unique dispatch ID 100% rank: 1 / 1	

Top 3 EDI issues:

Details per mail class:

Mail class	*EMSEVT*	*PREDES*	*RESDES*	*ITMATT*	*EMSEVT unique evts*	*ITMATT: sender addr*	*ITMATT: dest addr*
C (parcels)	99.91	98.08	100	99.04	99.35	98.55	67.06
E (EMS)	99.96	99.06	100	99.03	99.02	98.87	63.25
U (letters)	99.86	100	100	98.24	99.14	98.77	64.14

স্থিরচিত্রঃ ফেব্রুয়ারি/২০২৩ মাসে আন্তর্জাতিক ডাক আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারসমূহের কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট।

৫। Queen's Commonwealth Baton Relay-তে বাংলাদেশ পোস্ট এর অংশগ্রহণঃ

২০২২ সালে ২৮/০৭/২০২২ খ্রি: তারিখে শুরু হয়ে ০৮/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত কমনওয়েলথভুক্ত ৫৪টি দেশ এবং ৭২টি দলের অংশগ্রহণে ইংল্যান্ড এর বার্মিংহামে কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি কমনওয়েলথ গেমস শুরুর পূর্বে Queen's Commonwealth Baton রাণী এলিজাবেথ এর বার্তা নিয়ে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করে। প্রতি চার বছর পর পর Queen's Commonwealth Baton ৪ জনের একটি টিমের মাধ্যমে

বিশ্ব পরিভ্রমণ করে। ২০২২ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন দেশের ডাক প্রশাসনের মাধ্যমে Queen's Commonwealth Baton Kit পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তৎপরিপ্রেক্ষিতে রয়েল মেইল, ইউকে এর বিশেষ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পোস্ট Queen's Commonwealth Baton Kit এর বিশ্ব পরিভ্রমণের যাত্রায় অংশীদার হয়। Queen's Commonwealth Baton Kit কাতার এয়ারলাইন্সের একটি নির্দিষ্ট ফ্লাইটে ২৯/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশে পৌছায়। বাংলাদেশ পোস্টের এয়ারপোর্ট সর্টিং অফিস (এপিএসও)'র একটি টিম Queen's Commonwealth Baton Kit বক্সটি গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে রয়েল মেইল, ইউকে এর নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ পোস্ট ৩০/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে সেটি ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি টিম বাংলাদেশ অলিম্পিক ভবনে কমনওয়েলথ গেমস এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করে। ০৭/০১/২০২২ খ্রিঃ হতে ০৯/০১/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাটন সিরিমনি অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১০/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ গেমস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ পোস্টকে Queen's Commonwealth Baton Kit বক্সটি হস্তান্তর করে। বাংলাদেশ পোস্ট কিট বক্সটি ১৪/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পরবর্তী গন্তব্য দেশ পাপুয়া নিউগিনির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার নিমিত্তে ট্রানজিট কান্ট্রি অস্ট্রেলিয়া (ব্রিসবেন) প্রেরণ করে। বাংলাদেশ পোস্ট এই অসাধারণ জার্নিতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ দেশসমূহের মধ্যে এক অনন্য অভিজ্ঞতা ও গৌরব অর্জন করে। এ সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য স্থির চিত্র নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

স্থিরচিত্র: বাংলাদেশ পোস্টের এয়ারপোর্ট সর্টিং অফিসের টিম Queen's Commonwealth Baton Kit বক্সটি গ্রহণ ও হ্যান্ডলিং করছে।

স্থিরচিত্র-৩০: ডাক অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন Queen's Commonwealth Baton Kit বক্সটি বাংলাদেশ অলিম্পিক ভবনে কমনওয়েলথ গেমস এসোসিয়েশন এর নিকট হস্তান্তর করেন।

৬। ২০০৯ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ডাক অধিদপ্তরের আরও কিছু অর্জনঃ

বাংলাদেশ Asian-Pacific Postal Union (APPU) এর ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত APPUএর ১২তম কংগ্রেসে Postal Financial Services Working Group (PFSWG) এর চেয়ার নির্বাচিত হয় এবং দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ পোস্ট ২০১১ সালে m-BUSINESS, COMMERCE/BANKING এবং MOST INNOVATIVE ক্যাটাগরিতে mBilionth Award South Asia লাভ করে। বাংলাদেশ পোস্ট ২০১৭ সালে e-ASIA Awards অর্জন করে। এছাড়া বাংলাদেশ পোস্ট ২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানের রাজধানী তাইপে'তে WITSA Global ICT Excellence Awards এবং ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে Digital Government Award in ASOCIO Awards লাভ করে।

সর্বোপরি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও ডাক অধিদপ্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডাক অধিদপ্তর জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণ এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মানের পথে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ পোস্ট এর পদচারণা দৃঢ় করতে কাজ করে যাচ্ছে।

ফিলাটেলি সংক্রান্ত অর্জন/সাফল্যঃ

ডাক অধিদপ্তরের ফিলাটেলি শাখার সাথে ফিলাটেলিস্ট বা স্ট্যাম্প সংগ্রাহকরা ওতঃপ্রত ভাবে জড়িত। ফিলাটেলিস্টগণ ডাকটিকিট ও অন্যান্য ফিলাটেলিক সামগ্রী ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী তে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করে থাকে।

ফিলাটেলির উন্নয়নের জন্য Universal Postal Union (UPU) গঠন করেছে " World Association for the Development of Philately " (WADP)। এছাড়াও World Numbering system (WNS) সংগঠনটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্মারক ডাকটিকিট সমূহের নাম্বার প্রদান করে থাকে।

অত্র শাখা হতে ২০০৯ সালে ফিলাটেলিক কার্যপদ্ধতি নামে একটি নীতিমালা প্রকাশ করা হয়, মূলত ফিলাটেলির উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যেই এ কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ফিলাটেলিক কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী ডাক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ফিলাটেলিস্ট সংগঠনের প্রধান, ডাক অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত নকশাবিদ, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক এর সমন্বয়ে একটি কমিটি রয়েছে। এ কমিটি প্রতি পঞ্জিকা বর্ষের শুরুতে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সমূহ নিয়ে প্রকাশিতব্য স্মারক ডাকটিকিটের একটি তালিকা প্রস্তাব করে যা পরবর্তীতে তালিকাভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয় এবং মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে মুদ্রণ ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মূলত বর্তমান সরকারের সময়ে অর্থ্যাৎ ২০০৯ সালের পর থেকেই ফিলাটেলির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ সময়ে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বিশ্ব দরবারে প্রচারের লক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্ব বিবেচনায় অধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় সমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অবমুক্ত হয়েছে, উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছরপূর্তি, বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস, জাতীয় বৃক্ষরোপন আন্দোলন, স্কাউটস জাম্বুরী, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৫ সালে 'বাংলাদেশ চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০ বছর পূর্তি', ২০১৭ সালে '১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ', ২০১৮ সালে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ "ইউনেস্কোর মেমোরী অব দ্যা ওয়ার্ল্ড" অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য স্বীকৃতি লাভ', 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন', 'বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত ৩০ বছর' এর মত উল্লেখযোগ্য বিষয়ে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, জেল হত্যা দিবস, গণহত্যা দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবিদের স্মরণে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসের অনন্য এক অধ্যায় এর স্মৃতি বহন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন ও বিশ্বদরবারে প্রচারের লক্ষ্যে ফিলাটেলি শাখা নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহন করেছে। মুজিব শতবর্ষ কে যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদিত একশত স্মারক ডাকটিকিট" সংবলিত একটি এলবাম প্রকশা করা হয়েছে যেখানে বঙ্গবন্ধুর বর্নাঢ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ফুটে উঠেছে। মুজিব শতবর্ষকে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এর পাশাপাশি ভারত, ভূটান, নাইজেরিয়া এবং সার্বিয়া স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আরেকটি এলবাম প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা লাভ করার পরে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর ও বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে দুই দেশ থেকে একই সময়ে জয়েন্ট স্ট্যাম্প বা যৌথ স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ-ফ্রান্স কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়। ফলে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর ও জাতীয় সংসদ এর ঐতিহাসিক ৫০ বছর পূর্তির উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নে পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলি তে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ অসংখ্য সফল প্রকল্প পরিচালনা করছে এবং দেশবাসী এর সুফল লাভ করছে। ২০২২ সালের ২৫ জুন স্বপ্নের পদ্মাসেতুর সফল উদ্বোধন সম্পন্ন হয় এবং এ মহান অর্জন কে স্মরনীয় করে রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাকটিকিট ও স্যুভেনীর শীট অবমুক্ত করেন। একই বছর ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা মেট্রোরেল জনসাধারনের নিকট দৃষ্যমান হয় এবং এ ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাকটিকিট ও স্যুভেনীর শীট অবমুক্ত করেন। ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ, ২০২০ সালে মুজিব

শতবর্ষ সূচনা লগ্নে স্মারক ডাকটিকিট ও ডাক বিভাগীয় খাম এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ের উপরেও স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ফিলাটেলি শাখা কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে উক্ত দিন সমূহকে ইতিহাসের অংশ হিসেবে রুপদান করতে সমর্থ হয়েছে।

স্মারক ডাকটিকিট সমূহ ইতিহাসের অনবদ্য দলিল হলেও এ খাত হতে ডাক বিভাগ তথা সমগ্রদেশ রাজস্ব আয় করছে। বিগত বছর সমূহে স্মারক ডাকটিকিট থেকে রাজস্ব আয়-ব্যয় বিবরনীঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	মুদ্রণ খরচ	বিক্রয়
০১	২০২০-২১	৫৬,৫৩,৯১৪/-	৩,৪৮,৬২,৪৭০/-
০২	২০২১-২২	৭৮,৮০,৬১৮/-	৪,৩৫,৭০,২১০/-
০৩	২০২২-২৩	৩৪,৩১,৭৩৬/-	১,৯৮,৯১,৮৬৩/-
সর্বমোট		১,৬৯,৬৬,২৬৮/-	৯,৮৩,২৪,৫৪৩/-

ফিলাটেলি কে আরো সম্প্রসারিত ও জনগণের আগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে নানবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- কিশোর ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে ফিলাটেলি সংক্রান্ত আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর পাশে ভ্রাম্যমান ডাকঘরে বিক্রি ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে ।
- প্রত্যেক বছরে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট সমূহের সংকলন বা ইয়ারপ্যাক তৈরীর উদ্দ্যেগ করা হয়েছে।
- প্রতিটি জিপিও তে সার্কেল ভিত্তিক স্ট্যাম্প প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।
- এছাড়াও বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিট্যাল স্ট্যাম্প বা কিউ আর কোড ভিত্তিক স্ট্যাম্প প্রকাশের উদ্দ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্থিরচিত্রঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন (রবিবার, ২৮ মে ২০২৩)।

স্থিরচিত্রঃ দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ৫৬৪টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন (সোমবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৩)।-পিআইডি

স্থিরচিত্রঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজীপুরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে '৩২তম এশিয়া প্যাসিফিক ও একাদশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরি'র সমাপনী অনুষ্ঠানে একটি স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন (বুধবার, ২৫ জানুয়ারি ২০২৩)।-পিআইডি

স্থিরচিত্রঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে 'পদ্মা সেতু'র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট, উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং এ সময় তিনি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করেন (শনিবার, ২৫ জুন ২০২২)। -পিআইডি

স্থিরচিত্রঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মেট্রোরেল উদ্বোধন উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট, উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং এ সময় তিনি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করেন।

স্থিরচিত্রঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গৌরবজ্জ্বল ৫০ বছর পূর্তির মুহূর্তে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট

স্থিরচিত্রঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ঢাকার আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত 'ডাক ভবন' উদ্বোধন উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করেন (বৃহস্পতিবার, ২৭ মে ২০২১)। -পিআইডি

স্থিরচিত্রঃ বাংলাদেশ সিংগাপুর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের মূহর্ত

স্থিরচিত্রঃ বাংলাদেশ ফ্রান্স কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের মূহর্ত

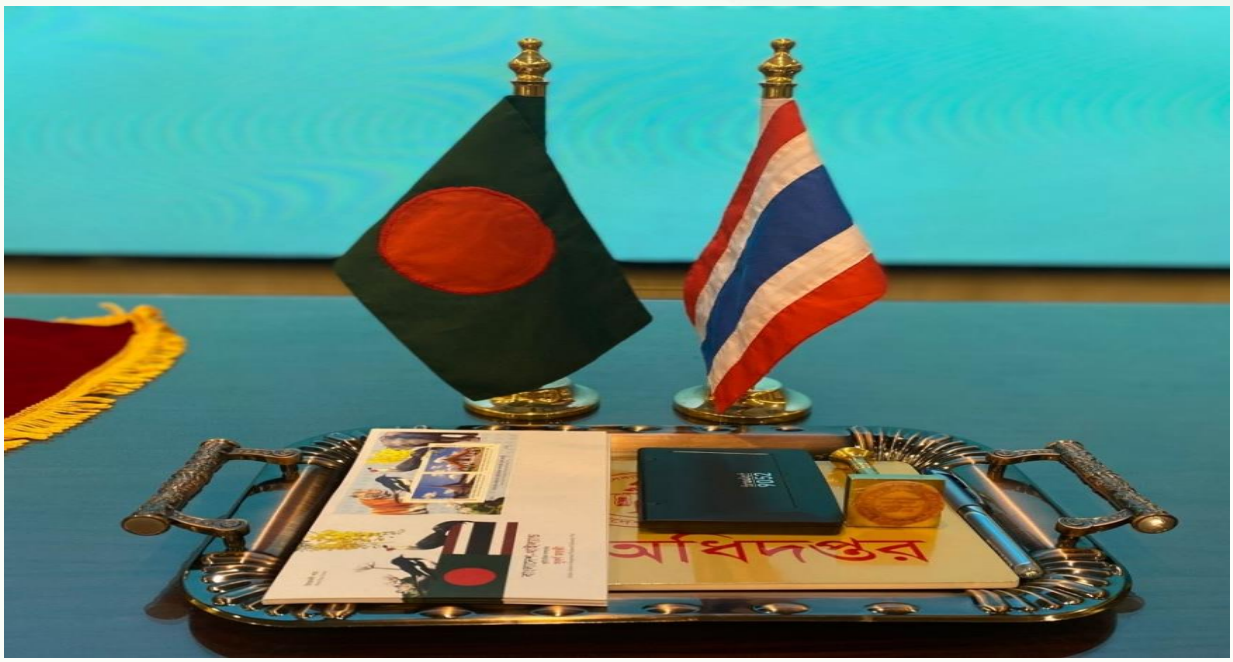

স্থিরচিত্রঃ বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের মুহূর্ত

মুজিব শতবর্ষকে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে ভারত ও ভূটান কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট

মুজিব শতবর্ষকে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে নাইজেরিয়া ও সার্বিয়া কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট

স্ট্যাম্পস সংক্রান্ত অর্জন/সাফল্যঃ

স্মারক ডাকটিকিট ব্যতিত সকল ধরনের পোস্টাল স্ট্যাম্প ও নন পোস্টাল স্ট্যাম্প, ডাক বিভাগীয় এমবোসড খাম, পোস্টকার্ড ও পোস্টাল অর্ডার মুদ্রনের জন্য কার্যাদেশ প্রদান ও মুদ্রিত স্ট্যাম্প চাহিদা অনুযায়ী জেলা ট্রেজারী অফিসে সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সাধারণ পোস্টাল স্ট্যাম্প (পাবলিক ও সার্ভিস), এমবোসড খাম, পোস্টকার্ড ও পোস্টাল অর্ডার ডাক বিভাগের নিজস্ব কাজের আয়োতাধীন এবং নন পোস্টাল স্ট্যাম্প এর যাবতীয় কার্যক্রম কমিশন ভিত্তিক।

নন-পোস্টাল আইটেম সমূহের মধ্যে রয়েছে জুডিশিয়াল ও নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পস, রেভিনিও স্ট্যাম্পস যা মূলত অর্থ মন্ত্রনালয়ের অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সরবরাহের উপর ভিত্তি করে ৩% কমিশন প্রদান করা হয়। ২০০৯ সালের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডাক বিভাগ এ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক বিড়ি ব্যান্ডরোল মুদ্রণ ও সরবরাহ করার জন্য ২% কমিশন প্রদান করা হয়।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা সংবলিত প্রায় ৬৯ লক্ষ ৯০ হাজার পোস্টকার্ড বিতরনে ডাক অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।
বর্তমান সরকারের নানবিধ পদক্ষেপের জন্য বিগত কয়েক বছরে নন-পোস্টাল আইটেম সমূহের চাহিদা ও সরবরাহ অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্ট্যাম্পস বিক্রয় হতে দেশের রাজস্ব আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ বছর ভিত্তিক নন- পোস্টাল স্ট্যাম্পস এর পরিমান ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জুলাই/১৯ হতে জুন/২০ পর্যন্ত সরবরাহকৃত নন-পোস্টাল এর অভিহিত মূল্যমান

স্ট্যাম্পস এর নাম		মূল্যমান
নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পস	১০০৫৪০০০০পিস	৪৭৭.৬৮
কপি স্ট্যাম্প	১১৬৭৯৫০০ পিস	২.৩৩
রাজস্ব স্ট্যাম্পস	১১১৬০০০সিট	২২৩.২০
এ্যাডহেসিব কোর্ট ফি	১১৫৩৭৫০সিট	৪০.৮৩
বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্পস	৫৪০০০সিট	১৩৩.৫০
ইমপ্রেসড কোট ফি	৭৮৩০০০পিস	৬৮.৫২
বৈদেশিক বিল স্ট্যাম্পস	৩৭৫০সিট	৩.১৯
বীমা স্ট্যাম্প	৫৫০৯৭সিট	৩৮.২৪
যানবাহন জরিমানা ১৯-২০	১০৮৫০সিট	১৭.২০
দলিল প্রমাণক স্ট্যাম্প	২০০সিট	.২০
বিড়ি ব্যান্ডরোল	৫৭০৭৫০০সিট	৪৪৭.৭৮
	মোট	১৪৫২.৭০(প্রায়)

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুলাই/২০ হতে জুন/২১ পর্যন্ত সরবরাহকৃত নন-পোস্টাল এর অভিহিত মূল্যমান		
স্ট্যাম্পস এর নাম		মূল্যমান
নন জুডিশিয়ালস্ট্যাম্পস	১১৬০৯০০০০ পিস	৫৭৫.৪০
কপি স্ট্যাম্প	৯৬৫৫০০০ পিস	১.৯৩
রাজস্ব স্ট্যাম্পস	১০৬০০০০ সিট	২১২.০০
এ্যাডহেসিব কোর্ট ফি	১০৫৪৪১৮সিট	৩৮.৯৮
বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্পস	৬৪০০০সিট	১৩৯.০০
ইমপ্রেসড কোট ফি	৬৪০০০০ পিস	৬৮.৬৪
বৈদেশিক বিল স্ট্যাম্পস	১০০০ সিট	.৮০
বীমা স্ট্যাম্প	৬৯৮০০ সিট	৪৩.৬৬
যানবাহন জরিমানা ২০-২১	১০০০০সিট	১৬.৫০
বিড়ি ব্যান্ডরোল	৪৯৯৭৫০০সিট	৪৮৫.৭৬
	মোট	**১৫৮২.৬৬ (প্রায়)**

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুলাই/২১ হতে জুন/২২ পর্যন্ত সরবরাহকৃত নন-পোস্টাল এর অভিহিত মূল্যমান		
স্ট্যাম্পস এর নাম		মূল্যমান
নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পস	১৩২৮৮৫০০০পিস	৬৯৪.৯৫
কপি স্ট্যাম্প	৯৬১৫৫০০পিস	১.৯২
রাজস্ব স্ট্যাম্পস	১০৬৫০০০সিট	২১৩.০০
এ্যাডহেসিব কোর্ট ফি	১১৫৮৫৮২সিট	৪৩.৪৮
বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্পস	৭৩১৫০সিট	১৯১.৬০
ইমপ্রেসড কোট ফি	৮৪১০০০পিস	৯৬.২৬
বৈদেশিক বিল স্ট্যাম্পস	৬৫০০সিট	১০.৪০
বীমা স্ট্যাম্প	৫৮৭০০সিট	৩৮.০৪
যানবাহন জরিমানা ১৯-২০	৬০৬০সিট	১০.৬২
দলিল প্রমাণক স্ট্যাম্প	৮০০সিট	.৮০
বিড়ি ব্যান্ডরোল	৫২৯৫০০০সিট	৫১৪.৬৭
	মোট	১৮১৫৭.৪৭ (প্রায়)

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত সরবরাহকৃত নন-পোস্টাল এর অভিহিত মূল্যমান		
স্ট্যাম্পস এর নাম		মূল্যমান
নন জুডিশিয়ালস্ট্যাম্পস	১৩২৮৮৫০০০ পিস	৮৮০.৯৯
কপি স্ট্যাম্প	৯৬১৫৫০০ পিস	২.০৭
রাজস্ব স্ট্যাম্পস	১০৬৫০০০ সিট	২৪৩.০০
এ্যাডহেসিব কোর্ট ফি	১১৫৮৫৮২ সিট	৫৬.২২
বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্পস	৭৩১৫০ সিট	২৪০.৪৫
ইমপ্রেসড কোট ফি	৮৪১০০০ পিস	৯৩.৩৮
বৈদেশিক বিল স্ট্যাম্পস	৬৫০০ সিট	৩.০০
বীমা স্ট্যাম্প	৫৮৭০০ সিট	৫১.৪৯
যানবাহন জরিমানা	৬০৬০ সিট	৯.০০
দলিল প্রমাণক স্ট্যাম্প	৮০০সিট	০
বিড়ি ব্যান্ডরোল	৫২৯৫০০০ সিট	৪৯৫.৮১
	মোট	**২০৭৫.৪১ (প্রায়)**

নন-পোস্টাল স্ট্যাম্পস এর রাজস্ব আয়ের পরিমান ও ডাক বিভাগের কমিশনঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	মোট অভিহিত মূল্য	কমিশন (৩%)
০১	২০১৯-২০	১৪৫২,৭০,৩৮,৬০০/-	৪৩,৫৮,১১,১৫৮/-
০২	২০২০-২১	১৫৮২,৬৬,৬০,১৬০/-	৪৭,৪৭,৯৯,৮০৫/-
০৩	২০২১-২২	১৮১৫,৭৪,৬৫,৮৪০/-	৫৪,৪৭,২৩,৯৭৫/-
০৪	২০২২-২৩	২০৭৫,৪০,৮৭,২০০/-	৬২,২৬,২২,৬১৬/-

বিগত বছর সমূহে পোস্টাল স্ট্যাম্পস এর আয় ব্যয় বিবরণী:

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	মুদ্রণ খরচ	বিক্রয়
০১	২০২০-২১	৬২,৭৬,০৮৫/-	২৮,৬৭,৮৬,১১৮/-
০২	২০২১-২২	৩১,১৭,৩৩৪/-	২১,৫২,০৭,৭২০/-
০৩	২০২২-২৩	৩৪,৬৬,৯৪০/-	১৬,৪৮,৬১,০০৭/-
সর্বমোট		১,২৮,৬০,৩৫৯/-	৬৬,৬৮,৫৪,৮৪৫/-

ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্জন/সাফল্যঃ

(১) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের গ্রামীন ডাক সার্ভিস উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৬২১টি গ্রামীন ডাকঘর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ ডাকঘরগুলোর নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে। যার ফলে ডাক বিভাগের অবকাঠামো সুবিধার পাশাপাশি দাপ্তরিক কর্ম-পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

(২) "বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-২০১৫ সালে সারাদেশে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১০৪ পুরাতন/জরাজীর্ণ ডাকঘরের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ডাক বিভাগের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দাপ্তরিক কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

(৩) সারা দেশে থানা সদরে অবস্থিত বিভিন্ন ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ" প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১১৬টি থানা ডাকঘরের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/ সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে ডাক বিভাগের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দাপ্তরিক কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

(৪) "বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আগারগাঁও তে ২০১৪-২০১৯ সালে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১৪ তলা বিশিষ্ট ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর 'ডাক ভবন'' নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭মে, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধনের পর ডাক অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(৫) "ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৮ সালে ডাক পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ তথা বিদ্যমান রেল ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ভাড়ায় ডাক পরিবহনের নির্ভরতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১৮টি গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে। দেশব্যাপী ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

স্থিরচিত্র: মেইল মটর গাড়ি।

(৬) পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি" প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৭ সালে সারাদেশে ৮০০০টি গ্রামীণ পোস্ট অফিস এবং ৫০০টি উপজেলা ডাকঘরে ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়। শুরুতে এগুলো ই-সেন্টার হিসেবে চালু ছিল। পরবর্তীতে এটিকে ডিজিটাল ডাকঘর নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এটি **ডিজিটাল ডাক কেন্দ্র** হিসেবে চালু রয়েছে।

(৭) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ২০১১-২০১৭ সালে পল্লী জনগণের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পল্লী ডাকঘর অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, যা ডিজিটাল সেন্টার হিসেবে কাজ করছে এবং পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে পল্লী ডাকঘরগুলো সেবা ভবন হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০০টি গ্রামীণ ডাকঘরের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ১২৬৯টি গ্রামীণ ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৮) ঢাকা শহরে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ'' প্রকল্পের আওতায় ঢাকার মতিঝিলে ২০১৭-২০২১ সালে ২০তলা বিশিষ্ট ৮টি ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক বাসস্থানের সংকট নিরসনসহ আবাসন ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে।

(৯) ডাক বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ" প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-২০১৭ সালে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ডাক সার্ভিসের উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে ডাক বিভাগকে সজ্জিত করে দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় পোস্টাল মার্কেটে পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৭১টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিস এবং ২০০টি উপজেলা পোস্ট অফিস এবং টাউন সাব পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়েনের ফলে ডাক বিভাগের অনেক সেবা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে গ্রাহক সেবার মান ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১০) মেইল প্রসেসিং এন্ড লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০২২ সালে সারা দেশে চিলিং চেম্বার সুবিধা সংবলিত ১৪ টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় পঁচনশীল দ্রব্য পরিবহণের নিমিত্ত ১০০০ (এক হাজার)টি থার্মাল বক্স ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক মেইল মনিটরিং সফটওয়্যার (ডিএমএস) ব্যবহার করে একজন গ্রাহক ঘরে বসেই চিঠিপত্র, পার্সেল, ডিজিটাল কমার্স পণ্য অনলাইনে ট্র্যাক এন্ড ট্রেস করতে পারছেন।

স্থিরচিত্র: নবনির্মিত মেইল প্রসেসিং সেন্টার।

(১১) বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশক্রমে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান। এ সকল প্রকল্প সরকারের "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা", এসডিজি এবং "ভিশন-২০৪১" বাস্তবায়ন এর সাথে সম্পর্কিত।

(১২) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুর্নবাসন-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২৭০টি জরাজীর্ণ ডাকঘরের মেরামত ও সম্প্রসারণ/পুন:নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি'২০১৭ হতে জুন'২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩০২.১১ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ২৭০টি ডাকঘরের মধ্যে ১৩৪টি ডাকঘরের পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১৩) ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ০৬ টি জিপিও ভবন, ২৪ টি জেলা প্রধান ডাকঘর ভবন, ০৮ টি উপ-ডাকঘর ভবন এবং ডাক জীবন বীমা এর সদর দপ্তর নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই'২০১৮ হতে জুন'২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণির ৩৯টি ডাকঘর ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তারমধ্যে ০৬ টি ডাকঘরের ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

সরকারের কর্মসূচি	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ-ডাক অধিদপ্তর)	বাস্তবায়ন মেয়াদ	গৃহীত পরিকল্পনা/পদক্ষেপ	পরিকল্পনা/পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩. আমার গ্রাম- আমার শহরঃ প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ (ইশতেহার ৩.১০)	৩.৮। পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাঁচ লক্ষ গ্রামীণ/শহর কেন্দ্রিক দোকানে বাণিজ্যিক পিওএস মেশিন স্থাপন এবং ৫ লক্ষ এজেন্ট ভিত্তিক লাইসেন্সড পোস্ট অফিস চালুকরণ (২০২১ সালের মধ্যে ৫০০০০ পিওএস	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ইতোমধ্যে ৮,৫০০ ডিজিটাল ডাকঘর স্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৬০০০ ডাকঘরে ডিজিটাল সেবা প্রদান চালু আছে। এ সকল ডিজিটাল ডাকঘরে ১৭,০০০ পিওএস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫,০০০ পিওএস সংগ্রহের	৬,০০০ চলমান ডিজিটাল ডাকঘরে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় ১৭,০০০ পিওএস চালু করা হয়েছে। ডাক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ''মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৪টি স্থানে আধুনিক সুযোগ সুবিধা

সরকারের কর্মসূচি	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম (বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ-ডাক অধিদপ্তর)	বাস্তবায়ন মেয়াদ	গৃহীত পরিকল্পনা/পদক্ষেপ	পরিকল্পনা/পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	মেশিন, ৫০০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস; ২০২৩ সালের মধ্যে ৮০০০০ পিওএস মেশিন, ৮০০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১২০০০০ পিওএস মেশিন, ১২০০০০টি লাইসেন্সড পোস্ট অফিস)		জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	এবং চিলিং চেম্বার সম্বলিত ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে যাতে পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণ করা যাবে। গ্রামীণ পর্যায়ে ই-কমার্স সম্প্রসারণে এসব সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি ৩০জুন, ২০২২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ডাকঘরে ২৫০০০ পস মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে।
	৩.৯। ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য পোস্টাল ক্যাশ কার্ড বিতরণ (২০২১ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ, ২০২৩ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ)	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য পোস্টাল ক্যাশ কার্ড বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে আইএসপিপি-যত্ন প্রকল্পের ৬ লক্ষ গর্ভবতী মা-দের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর মতো ভাতা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পটি ৩০জুন, ২০২২খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়ে গেছে।
	৩.১০। সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে সোনালী ডাক বুথ স্থাপন	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে সোনালী ডাক বুথ স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	সোনালী ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে ঢাকা শহরে ৮টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে ৭ টি এটিএম বুথ চালু করা হয়েছে।
৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইশতেহার ৩.২১)	৩.৩। ডিজিটাল ফিনানশিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালুকরণ এবং ৫ কোটি গ্রাহকের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ (২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ, ২০২৩ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৫ কোটি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩.২ কোটি)	স্বল্প (২০২১ পর্যন্ত), মধ্য (২০২৩ সাল পর্যন্ত), দীর্ঘ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)	ডিজিটাল ফিনানশিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালু এবং ৫ কোটি গ্রাহকের মাঝে সেবা সম্প্রসারণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	২৬.০৩.২০১৯খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের ডিজিটাল ফিনানশিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে 'নগদ' সেবার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় প্রায় ২ কোটি ভাতা ভোগীদের 'নগদ' এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে।

----------O----------